ছোটদের

নীল আকাশ

উৎসব সংখ্যা



সম্পাদক : সুভাষ মুখোপাধ্যায়-রমেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুভাষ মুখার্জী

স্ক্যান ঃ ইলা কুণ্ডু

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

ছোটদের

নীল আকাশ

৫ম বর্ষ ❒ উৎসব সংখ্যা, আশ্বিন ১৪১৫, ❒ অক্টোবর-২০০৮, ষান্মাসিক

ছোটরা,

শুভেচ্ছা নিও,

পুজো এসে গেল, সঙ্গে এবার ঈদও এসেছে। সবাই আনন্দে মাতবে। কত ধরণের আনন্দ আছে। এই ক'টা দিন পড়াও নেই, কেবলই আনন্দ ! আনন্দের সাথে সাথে 'নীল আকাশ' এ চোখ বুলিয়ে নিও।

আনন্দের মাঝে কষ্টও আছে। যারা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের কথাও ভাবতে হবে। ওদের তো পুজো নেই, ঈদও নেই।

তবে সবাই সাবধানে থাকবে, বড়দের কথা শুনবে। শুভেচ্ছা নিও।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

রমেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস

প্রকাশিত হবে 'নীল আকাশের' ঃ—

গল্পসংখ্যা

লেখা পাঠিয়ে দাও।

বড়রাও লেখা পাঠান দপ্তরে

'*সর্বশিক্ষা মিশন*' নদিয়া জেলা

সকল শিশু আসুক বিদ্যালয়ের আঙিনায়

পরবর্তী সংখ্যা, *নববর্ষ সংখ্যা,*

লেখা পাঠান জানুয়ারী, ২০০৯ এর মধ্যে

কবিতা, ছড়া, আঁকা, ক্যুইজ, গল্প প্রভৃতি।

যুগ্ম সম্পাদক ঃ *সুভাষ মুখোপাধ্যায়*

রমেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস

গুচ্ছছড়া

➲ ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

ছড়া/কবিতা/লিমেরিক

➲ পবিত্র সরকার ➲ পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ➲ দীপ মুখোপাধ্যায় ➲ সুনীতি মুখোপাধ্যায় ➲ শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ ➲ মালিপাখি ➲ স্বপন পাল ➲ কাজল কুশারী ➲ কল্যাণ দাশগুপ্ত ➲ শিশিরকুমার চক্রবর্তী ➲ মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ ➲ বাপ্পাদিত্য পাণ্ডে ➲ অমল ত্রিবেদী ➲ জগদানন্দ গোস্বামী ➲ তুলসী বসাক ➲ তরুণকান্তি সরখেল ➲ বিজন দাশ ➲ মহাসীন মল্লিক ➲ বিবেকানন্দ নস্কর ➲ রামচন্দ্র ধাড়া ➲ জগদীশ মণ্ডল ➲ বাপ্পা দত্ত ➲ প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় ➲ আসরফী খাতুন ➲ লায়েক মইনুল হক ➲ গৌতম বিশ্বাস ➲ প্রদীপকুমার রায় ➲ মিহিরকুমার দণ্ডপাট ➲ দুর্গাদাস পাল ➲ মিতালী জানা ➲ নিতাইচন্দ্র রজক ➲ বিনয়েন্দ্রকিশোর দাশ ➲ তপনকুমার বৈরাগ্য ➲ নারায়ণ আচার্য ➲ দীনেশচন্দ্র আচার্য

বিশেষ রচনা

➲ সুভাষচন্দ্র বসু

বেজিং অলিম্পিকের টুকিটাকি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আঁকার পাতা

➲ সৌবর্ণা মৈত্র

বিনিময় মুল্য ঃ- ১৫ টাকা

মুখ্য পৃষ্ঠপোষক

➲ শ্যামলকুমার বিশ্বাস, বরাহনগর, কলকাতা

প্রচ্ছদ

➲ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

'নীল আকাশ' -এর গল্প সংখ্যার জন্য গল্প পাঠান। নববর্ষ ১৪১৬ সংখ্যার জন্য লেখা পাঠান।

বাহন বদল



সরস্বতী চড়ল প্যাঁচায়, লক্ষ্মী চড়ল হাঁসে
তাই-না-দেখেই নন্দী-ভৃঙ্গী ডিগবাজি খায় ঘাসে !
গণেশ দাদার ময়ূর প্রিয়, তাই ময়ূরে চ'ড়ে
বললে, ময়ূর পাখির রাণী, ওরা ভালোই ওড়ে !

হিরো-কার্তিক চড়ল সিংহে, সিংহ বললে—ওরে
এক্ষুণি নাম, নইলে মুখে কামড়ে দেবো জোরে !
কার্তিক কেশর জাপটে ধরে, চেঁচায় সিংহবাবু
ও মা বাঁচাও, তোমার পোলা করল আমায় কাবু !

শুনেই দুর্গা দৌড়ে এলেন, লাফিয়ে এলেন ভোলা
এসেই দেখলেন ছেলেমেয়েদের সব্বার গালফোলা
শিব বললেন, কি হয়েছে, বল্ তো তাড়াতাড়ি
পরের বাহন নিয়ে কেন সব করিস কাড়াকাড়ি ?

আদ্দিকালের বাহন এসব রদ্দি-বস্তাপচা
কোথায় গেলি নন্দী-ভৃঙ্গী, আন্ তো আমার 'র'-চা !
সাতসকালেই ঝগড়াঝাঁটি, ধরল আমার মাথা
এসব বাহন অচল এখন, বোগাস্....বাজে....যা-তা !

যুগ যে কতই বদলে গেছে, বলব তোদের সে-কি
ইঁদুর-ছুঁচো আর চলে না, ময়ূর-পেঁচা-ঢেঁকি !
রকেট-বিমান-হেলিকপ্টার, কত কিছুই আছে
এসব বাহন খুব সুবিধের, সময় অনেক বাঁচে !

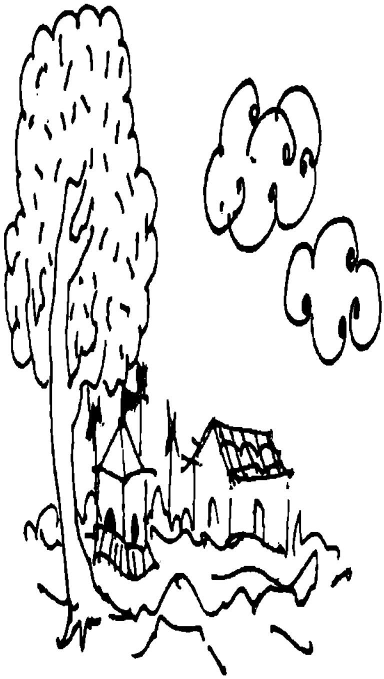
সময় ছাড়াও যাতায়াতের কমবে কতই ধকল
চাইছি আমি, এরা বাহনের জায়গা করুক দখল !
গণশা-কেতো-লক্ষ্মী-সুরো উঠল নেচে-গেয়ে
বলল, আমরা 'লাকি' তোমার মতন 'ড্যাডি' পেয়ে !

অবাক হয়েই দেখছ কি মা, বাবার কাছে শেখো
'নতুন বাহন' দিলেন বাপী, সবাই মনে রেখো !
ড্যাডি আমাদের ফ্যান্টাসটিক, উদার-পরাণখোলা
আয় তাই সব চেঁচিয়ে বলি, জয় বাবা ব্যোমভোলা !

জলছবি

ওই যে হোথায় নদীর বুকে ভাসছে গাঁদাফুল
ওইখানেতেই ছিল আমাদের প্রাইমারি ইস্কুল !
আর ওই যে বাঁ-দিক পানে ভাসছে ছেঁড়া-শাড়ি
ওইখানটায় বলি শোন হায়, ছিল আমাদের বাড়ি !

বাড়ির পাশেই সবজি-বাগান, বিশাল খেলার মাঠ
ডানদিকে ঠায় এগিয়ে গেলেই দোকান-বাজার-হাট !
ওই যে দেখছো নৌকাখানা দাঁড়িয়ে মাঝখানে
ওইখানে কি ছিল সেটা গাঁয়ের সবাই জানে !



ওইখানেতেই ছিল আমাদের মন্দির-আটচালা
সন্ধেবেলায় বসত সেথায় বয়স্ক পাঠশালা !
কাশেমচাচা, মজিদমিয়া, শ্যামদা, খগেনখুড়ো
সারাদিনের কাজের শেষে ক্লান্ত জোয়ান-বুড়ো
হাজির হতো সবাই সেথায় লেখাপড়ার টানে
পড়ার শেষে মাততো তারা গল্প-নাটক-গানে!

মন্দিরেতে সাজত ঠাকুর, বাজত ঘন্টা-কাঁসর
শীতের সময় বসতো মাঠে যাত্রাপালার আসর !
মাঝেমাঝেই তরজা-ঝুমুর--বাউল-কবিগান
নকল রফি-কিশোর-লতার রাতজাগা ফাংশান !

সব কিছু মা গিলে খেলো ওই নদী-রাক্ষুসী
আমরা সবাই সর্বস্বান্ত, ও-ই একা থাক খুশি !
এসব কথা বলতে মাগো যাচ্ছে ফেটে বুক
সব হারিয়ে কারো মনেই একফোঁটা নেই সুখ !
আর কেউ না বুঝুক মাগো, একটু তুমি বুঝো
কেমন ক'রে কোথায় তোমার করব মাগো পুজো ?

নীল আকাশ

কলকাতায় কেলেঙ্করিয়াস কান্ড



পিসির বাড়ি যাব ব'লে বালিগঞ্জে কাল
নেমেই দেখি, হায়রে-এ-কি, পাল্টে গেছে হাল !
এ-যে দেখছি, পুরোপুরি সাঁওতালি এক গ্রাম
কোথায় আমার পিসির বাড়ি, বাস-ট্যাক্সি-ট্রাম ?

শাল মহুয়ার ছায়ায় ঘেরা মিষ্টি মাটির ঘর
দেখলেই চোখ যায় জুড়িয়ে, সাজানো পর-পর !
হঠাৎ শুনি ধামসা-মাদল বাজছে মধুর সুরে
সাঁওতালিরা নাচ জুড়েছে ওই তো একটু দূরে !

নাচের তালে ঝরছে খুশি, ভরছে পরাণ সুখে
'ধিতাং-ধিতাং' দুলছে হৃদয় তুলছে তুফান বুকে !
ব্যাপার স্যাপার দেখেই অবাক, খেলাম ভ্যাবাচ্যাকা
কোথায় আমার পিসির বাড়ি ? পেলাম না তার দেখা !

হতাশ হয়ে রওনা দিলাম তখন মাসির বাড়ি
টালিগঞ্জে নেমেই অবাক, কাণ্ড বলিহারি !
হাজার-হাজার বছর আগের প্রাচীন সুসভ্যতা
দেখেই বিহ্বল, বিস্মিত, 'থ', বিমূঢ়বিমুগ্ধতা !

কোন্ জাদুবলে হাজির হেথায় বলতে কি কেউ পারো
স্মৃতির বাহার হরপ্পা আর সেই মহেঞ্জোদাড়ো ?
'টাইম-মেশিন' চড়েই কি এই কলকাতাটা সুখে
এক নিমেষেই পৌঁছে গেল দূর-অতীতের বুকে ?

কোথায় আমার মাসির বাড়ি ? খুঁজে খুঁজেই সারা
বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হৃদয় স্তব্ধ দিশেহারা !
ব্যাপারটা কি, ভেবে-ভেবেই হচ্ছো সবাই কুঁজো ?
কলকাতাতে চলছে এখন প্রচুর থিমের পুজো !

শরৎ আসে, খবর ভাসে

শরৎ কখন্ আসে-রে ভাই, শরৎ কখন্ আসে ?
বর্ষা শেষের ফর্সা-আকাশ যখন মধুর হাসে।
শরৎ তখন আসে
শরৎ তখন হাসে

শরৎ কখন্ আসে-রে ভাই, শরৎ কখন আসে ?
দুধ-সাদা-মেঘ বেড়ায় যখন ভাদ্র-আশিন মাসে।
শরৎ তখন আসে
শরৎ তখন হাসে



শরৎ কখন্ আসে-রে ভাই, শরৎ কখন আসে ?
সূর্য যখন দেয় হানা রোজ শিশির ভেজা ঘাসে।
শরৎ তখন আসে
শরৎ তখন হাসে

শরৎ কখন্ আসে-রে ভাই, শরৎ কখন্ আসে ?
খুশির খবর ছড়ায় যখন দশ-দিকে চারপাশে।
শরৎ তখন আসে
শরৎ তখন হাসে।

শরৎ কখন্ আসে-রে ভাই, শরৎ কখন্ আসে ?
দোয়েল-কোয়েল গাইলে যখন সুর বাতাসে ভাসে।
শরৎ তখন আসে
শরৎ তখন হাসে

শরৎ কখন্ আসে-রে ভাই, শরৎ কখন্ আসে ?
শাপলা শালুক শিউলি যখন নাচ জোড়ে উল্লাসে।
শরৎ তখন আসে
শরৎ তখন হাসে

শরৎ কখন্ আসে-রে ভাই, শরৎ কখন্ আসে ?
লেখক যখন মাতেন পুজোর গল্প উপন্যাসে।
শরৎ তখন আসে
শরৎ তখন হাসে !

তিনটি লিমেরিক

পবিত্র সরকার

১. কুকুররা কাঁদছিল কেন

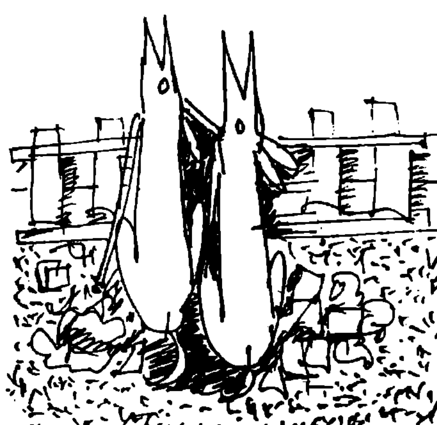
আকাশ ছিল পরিষ্কার আর ঝকমকে এক চাঁদ ছিল ;
তবুও কেন ওই পাড়াতে কুকুরগুলো কাঁদছিল ?
শুনতে পেলুম কারণটা কী—
লোকেরা ওই পাড়ার নাকি
চিনি ছাড়াই ওদের শুধু শুকনো রুটি সাধছিল।

২. কালনার রন্ধনপ্রণালী

এও কি গুজব ? বর্ধমানে যে মহকুমা আছে কালনা—
সেখানে যা-কিছু রান্না হয় তা আর যাই হোক, ঝাল না।
ওখানে লোকের অদ্ভুত শখ—
যা-কিছু রাঁধুক হবে টক-টক,
ঝোল তরকারি ছেঁচকি, লাবড়া শাক চচ্চড়ি ডালনা।।

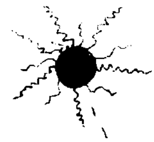
৩. নামের বিপদ

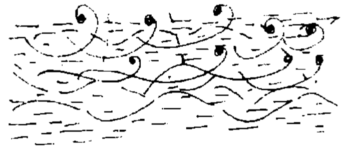
কত শত নাম আছে—লম্বা ও ভারী—
শ্রীরাধামাধবলীলাকুঞ্জবিহারী,
'রজত শুভ্রজ্যোতি,'
'অখিল জগৎপতি'
নাম বলেছে কি বলেনি, ছেড়ে দেয় গাড়ি।।



রোদ ছড়ালো

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়





রোদ ছড়ালো চাদ্দিকে,
তাকিয়ে আছি তাদ্দিকে !
রোদ পড়েছে পুকুর পাড়ে,
বঁড়শি-ছিপে-মাছের চারে !
রোদ পড়েছে ধানের গোলায়,
রোদের জন্য দরজা খোলা !
আয়রে আমার ভগ্ন ঘরে,
রোদ পড়েছে বালির চরে !
রোদ পড়েছে নদীর জলে,
আনন্দ আর কোলাহলে !
রোদ ছড়ালো রোদ গড়ালো,
তাই না দেখে কে ডরালো ?
বন্ধ দ্বারে অন্ধকারে,
ঘাপটি মেরে থাকতে পারে !
ভয় পেয়ে তার মুখ শুকালো,
রোদ দেখে সে ঠিক লুকালো !
আয় রোদ্দুর ইদিকে.
দে মাখিয়ে দিদিকে !
ভায়ের গায়ে মায়ের পায়ে,
রোদ পড়েছে ডাইনে বাঁয়ে !
রোদ ছড়ালো চাদ্দিকে,
দেখছে সবাই তাদ্দিকে !

দত্তাত্রেয় দেশমুখ

রামচন্দ্র ধাড়া

মহারাষ্ট্রের মানুষ তিনি দত্তাত্রেয় দেশমুখ,
মারাঠীদের গৌরবে তাঁর গর্বে ফুলে উঠে বুক।
পূর্বপুরুষ ছিলেন বীর,
থাকতো তাঁদের উচ্চশির ;
দত্তাত্রেয় পার্ক হোটেলের মেজো, নাকি সেজ 'কুক' !



আগুন

দীপ মুখোপাধ্যায়

আগুন জ্বলে পেটের ভেতর পোশাকি নাম খিদে
জীবন যাপন কোনক্রমে দারুণ অসুবিধে
ঘুম আসেনা এই দুচোখে মহাজনের ধার
অন্ধকারে জড়িয়ে থাকে অভাবী সংসার।

চতুর্দিকে প্রতিশ্রুতির নক্‌সা গাদা গাদা
জীবন শুধু এগিয়ে চলার রাস্তা গোলকধাঁধাঁ।
কারুর আশা শিল্প হবে কেউ বলছে কৃষি
ধান কেড়েছে বর্ষা এবার চিন্তা দিবা নিশি।



নুন আনতে পান্তা ফুরোয় কপালখানা ফুটো
কোন বাবুদের শুনলে কথা ভাত পাবো দু-মুঠো?
কুটকাচালি রক্তপাতে মুরুব্বিরা মেতে
দুলছে দেখি গঞ্জগেরাম অশুভ সংকেতে।

ঝাপসা চোখে ঠাওর করি সবকিছু নড়বড়
ধানের গোলা পানের বরজ ছোট্ট কুঁড়েঘর।
আগুন আগুন ভীষণ আগুন আকাশ আগুনলাল
ঝলসে যাওয়া মুখ্যু মানুষ দুঃখ চিরকাল।

মুদ্রা দোষ

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

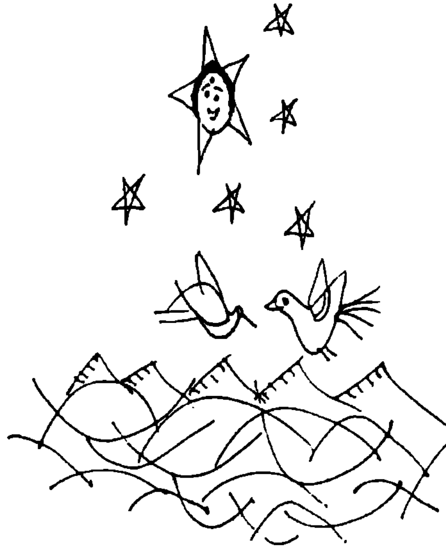
চৌধুরীবাবু কথা বললেই সকলেই টের পায়,
'বুঝলেন কিনা'— এ-দু'টি শব্দ বার বার এসে যায়।
যা কিছু বলুন, যেটুকু বলুন, পরিচিত লোক জানে,
'বুঝলেন কিনা' বলবেনই তিনি আলাপের মাঝখানে।
খুচরো তিনটে কথা বললেও সেখানেও দেখি, ওঁকে
ও-দুটো শব্দ বলতেই হবে অদ্ভুত এক ঝোঁকে।
ইদানীং ওঁর এই অভ্যাস গিয়েছিল খুব বেড়ে,
সেদিন ওনার গৃহিনীই ওঁকে বললেন বেশ তেড়ে,
'বুঝলেন কিনা বলার বিশ্রী অভ্যাসটাকে ছাড়,
দেখছি তোমার মুদ্রা দোষটি বাড়ছে ক্রমশ আরও।
তোমার বন্ধু-বান্ধব যারা, তোমার এ-অভ্যাসে,
আড়াল হলেই খুব মজা করে মুখ টিপে সব হাসে।
তুমি যা বল, তা বুঝবে সবাই, কথা যা বল, তা সোজা,
'বুঝলেন কিনা' তবু কেন বল, কারণ যায় না বোঝা।
জানবে এ এক মুদ্রা দোষ, যা ক্রমেই চলেছে বেড়ে,
দাও দেখি ওটা ছেড়ে !'



চৌধুরীবাবু বলেন, 'আমার দোষে যে মুদ্রা আছে,
ওটা বাড়বেই, কেন বস রোজ টেলিভিসনের কাছে ?
চোখের সামনে দেখি খবরের কাগজও তো রাখ খুলে,
মুদ্রাস্ফীতি চলছে, সেটা কি গেলে একেবারে ভুলে?'

মায়ের খবর

শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ



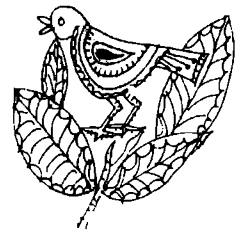
ওই আকাশের বাগান খানায় রাতের বেলা
হলুদ আলো-ফুলের মত তারা জ্বলে ;
ওদের মধ্যে কোন্‌টা আমার মা জানো কি,
ভেসে যাওয়া মেঘের জরি যার আঁচলে।

ঠিক নীচে তার সুতোর মত বইছে নদী
রাত চরা এক পাখির ডানায় উড়ছি আমি
খুঁজছি মায়ের হারিয়ে যাওয়া গন্ধখানি
ওইখানেতে আছে মায়ের সালতামামি।

পাহাড়খানা নদীর গায়েই দাঁড়িয়ে আছে
থামিয়ে সে দেয় দেশ পেরিয়ে সবার যাওয়া
মাও পারেনি পেরিয়ে যেতে পাহাড় চূড়ো
সেই কথাটাই বলছে যেন আর্দ্র হাওয়া।

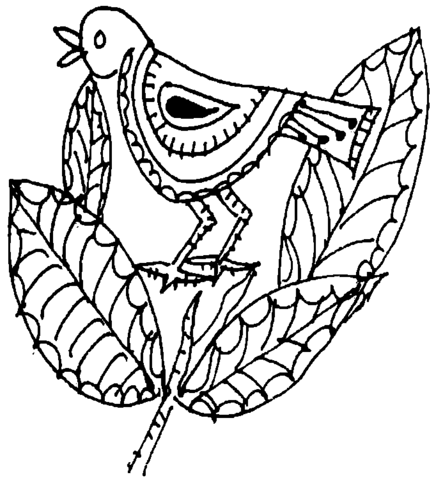
পাখি আমায় নামিয়ে দিল এক কুটীরে
সেই কুটীরে ঘুমিয়ে ছিল মাঝির ছেলে
বলল জেগে : স্বপ্নে আমায় মা বলেছে—
আনবে খবর তোমার মায়ের, সময় এলে।

ফুল হয়ে যাই



মালিপাখি

পাতায় পাতায় রঙের বাড়ী
দু-একটা রঙ তাই কুড়ালাম
কেউ বা শালিক কেউ বা ফিঙে
এই নিয়ে এক রূপকথা গ্রাম



পাহাড় ছুঁয়ে শীতল হাওয়ায়
কোলাজ আঁকে নীল দুটি চোখ
পাতায় পাতায় পথের মিছিল
কেউ বা দোয়েল কেউ বা চাতক

ঢেউ বয়ে যায় ঘাসের ডগায়
নাম লেখে এক ফুল ঘোড়া তার
বাউল বাতাস আপন মনে
সুর বোনে রোজ চুমকী পাতার



পালক মেঘের হাতছানিতে
অনুভূতির বীজ ওড়ে তাই
অলীক ভুবন কেবল ভাবে
মাঠ পেরিয়ে ফুল হয়ে যাই।

কথোপকথন

স্বপন পাল

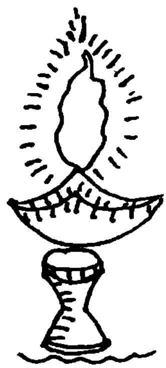
বল্‌লে ধেয়ে মিষ্টি মেয়ে রূপসা গাঁয়ের বুড়ি,
শুনতে পেলাম কাকু তোমার মন গিয়েছে চুরি ?
কোন সে চোরে করলো চুরি বলতে তোমায় হবে ;
এমনতরো আজব কাণ্ড ঘটলো কোথায় কবে !
হো-হো-হেসে বল্‌লে কাকু,-শুনবি তবে শোন,
হঠাৎ সেদিন পথের বাঁকে হারিয়ে ছিল মন !
রাঙা মাটির পথ পেরিয়ে কোপাই নদীর তীরে
আদর আলির কুঁড়ে ছুঁয়ে শাল-পিয়ালের ভিড়ে
জংলী ফুলের মংলি হাসি মধু মিঞার বাড়ি,
মন্ত্র-আজান পাশাপাশি, তাল তমালের সারি !
নক্‌শীকাঁথায় স্নেহ আঁকা, তালপাটালি-মুড়ি,
মাদল গাঁয়ের আদল আমার মন করেছে চুরি !!



আলোর ভোজ

বিজন দাস

আঁটুল বাঁটুল হাঁটুল হা
একটা ছড়ার কয়টা পা?
পায়ের নীচে কয়টা খুর?
খুর খটখট কত্‌তো দূর ?
দূরের কাছে পাইব কি?
হাওয়ার পোলাও খাইব কি?
ওরে বোকা—
ঘরের পোকা—
হাপুর হুপুর করে আয়েস
আরাম সে খা জানার পায়েস।
জানা মানেই আলোর খোঁজ
মন চুড় চুড় আলোর ভোজ।
আলোর ভোজে দে না মন
রইল সবার নিমন্ত্রণ।



জ্ঞান বাড়ানোর উপায়

অমল ত্রিবেদী

জ্ঞান বাড়ানোর উপায়খানা
বলছি শোন মন দিয়ে,
এদিক ওদিক না বেরিয়ে
পড়বে শুধুই বই নিয়ে।
যা পড়েছ, বারে বারে
চর্চা কর সঙ্গে সবার,
রাখবে মনে, এই ভাবেতেই
বুদ্ধি বাড়ে হাবা-গবার।
বোকার কদর নেই কোথাও
কেউ বাসে না তাদের ভালো,
তাই সকলে চেষ্টা কর
জ্বালাও সবাই জ্ঞানের আলো।

নিমাই

জগদানন্দ গোস্বামী

নিমাই-নিমাই হাঁক শোনে সব
পাড়ায় শচীমার,
নিমাই খাড়া আস্তাকুঁড়ে
মারবি বুঝি-মার।
এমনিভাবেই দুষ্ট খোঁজে
মায়ের ঠেঙার ফাঁকি,
বাড়লে বয়স বিশ্ব কাঁপায়
এই সে নিমাই না কী?



উৎসবে

মহাসীন মল্লিক

আকাশ জুড়ে সাদা মেঘের ওড়না ওড়া রথ
নদীর ধারে কাশের বনে ফোটায় ফুলের পথ।
শিউলি ফুলে কাঁপন তুলে শিশির পড়ে টুপ
সকালবেলায় সবুজ ঘাসের রূপ কি অপরূপ !

স্নিগ্ধ শোভায় চতুর্দিকে খুশির আয়োজন
তেপান্তরের মাঠের পারে চায় যেতে এই মন,
বেরিয়ে পড়ি ড্যাম কুড়াকুড় মুগ্ধ সুরের টানে
কাজের ছুটি বছর পরে বুঝি পুজোর মানে।



ইচ্ছে হরণ

বিবেকানন্দ নস্কর

ইচ্ছে হলো চন্দ্রাভিযান
রকেট হয়ে পাড়ি
চাঁদের বুড়ির, গল্প শ্রবণ
বেড়াই চাঁদের বাড়ি।

ইচ্ছে হলো সাত সমুদ্র
সাঁতার কেটে জয়
তেপান্তরও এক দৌড়ে
পেরিয়ে এলে হয়।

ইচ্ছে হলো পাহাড় শৃঙ্গে
তরতরিয়ে উঠে
মস্ত বড় আকাশটাকে
ধরেই ফেলি মুঠে।

খেয়াল খুশির ইচ্ছেগুলো
অলীক আলোয় ভরা
ইচ্ছে হরণ ইচ্ছে শেষের
ইচ্ছে মরণ ছড়া।



মজার দেশ

তুলসী বসাক

ছেড়ে আমার এই মজার দেশ
যাব না আমি অন্য কোন দেশে
হোক না সে ঐ চাঁদের দেশে
যেখানে পরীরা বেড়ায় ভেসে ভেসে;

মৌমাছিরা আমায় গান শোনাতে
আসে ভোর হতে না হতেই
কত রকম রঙীন সব পাখি
গান শোনায় আমি চেয়ে দেখি,

নদীর ঢেউয়ে থিরি থিরি
চাঁদে জ্যোৎস্না ভেসে নাচে
আকাশে ছড়িয়ে থাকে কত হীরে
আঁধার রাত আমায় অবাক করে

মায়ের শাড়ি

জগদীশ মণ্ডল

আসছে পুজো তবু এখন
বেশ কিছুদিন বাকি
এবার পুজোয় কি কি নেব
খাতায় লিখে রাখি,

অফিস থেকে ফিরে রাতে
কাজে ভীষণ তাড়া
বাবার সাথে হয়না দেখা
রোববার দিন ছাড়া,

এবার পুজোয় পাঞ্জাবী
নতুন জুতো চাই
না লিখলে বলবে বাবা ঃ
'মনে থাকে না ছাই'।

লিষ্ট মিলিয়ে না যদি পাই
বাবার সাথে আড়ি
চাওয়া পাওয়ার প্রথমে ঠিক
লিখলো মায়ের শাড়ি।

ভূত ভূতুরে

বাপ্পা দত্ত

নিঝুম রাতে রাত দুপুরে দিচ্ছে কারা সাড়া
ভূতেরা সব মাঠের পরে আনন্দে আত্মহারা।
গা ছমছম্ ঐ দূরে বন গাছপালা থমথমে
জানলা দিয়ে ডাক দিয়ে যায়, খোকা ঘুমালি নাঁ-কিঁ-রেঁ—
বাঁশবাগানে ঝাপসা আলো জোনাকি পোকা জ্বলে
লম্বা তারা পা ফেলেছে জলে কিংবা স্থলে,
ঝিরি-ঝিরি বৃষ্টি ঝরে শ্রাবণ ভরা মাসে
বিছানাতে শুয়ে খোকা চমকে ওঠে ত্রাসে।





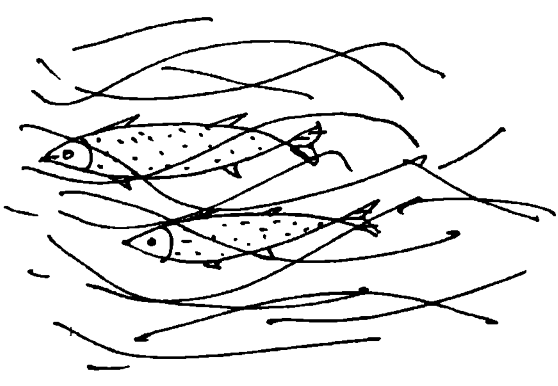
নীল আকাশ

পুজোর বাজনা বাজে

প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়



পুজোর বাজনা বাজে, খুশীমনে 'ঢাকী'
সাজায় যন্ত্র তার— কাজে নেই ফাঁকি !
নদীতীরে হাসে কাশ, আশিনের হাওয়াতে—
পাল তুলে চলে মাঝি, খুশী 'নাও' বাওয়াতে !
ভাজো ভাসে, গান আসে কিশোরীর হাসিতে—
সবুজের ক্ষেত দোলে— হাওয়াদের বাঁশিতে !
সুর চলে বহুদূর — কত গ্রাম ছাড়িয়ে—
ফেলে আসা পথ দেখে বধূ মুখ বাড়িয়ে।
আকাশের সান্ত্বনা শুধু নীল—নীলে তার—
দিন কাটে বুক ফাটে কাটে না সময় আর !
দিঘির ঢেউয়ের দোলা মাথা নাড়ে শালুকে
শাপলা পদ্মকুঁড়ি দোলে জল তালুকে ;
আগমনী ছুটে আসে বাঙালীর মনে আজ—
ছোট শিশু কিশোরের ডাক আসে—"সাজ সাজ"!
দুঃখ কাঁদবে দূরে শরতের পরশে—
হবে দেবী-বন্দনা শত প্রাণ হরষে !



ইলিশ

আসরফী খাতুন

জলের রাণী ইলিশ মণি
পৃথিবী জুড়ে নাম
বাংলাদেশে জাতীয় খ্যাতি
তাইতো এতো দাম।

রূপোর রঙে সোনার দামে
দুই বাংলার জলে
ইচ্ছে হলে খেয়ে নিও
এস দলে দলে।

বিয়ে বলো, হোটেল বলো
ইলিশেরই বাজার
স্বাদে গন্ধে মন মাতাবে
ইলিশ রান্না হাজার।

হাসি ফুটল মুখে

লায়েক মইনুল হক

আসুন কুটুম বসুন কুটুম
কেউ বলে না ভাই
দিন-কাল যা পড়েছে এখন
বাঁচা মুশকিল তাই।

কুটুম যখন ঘরে আসে
বাচ্ছা-বুড়ো হাসে
পাল্টে যায় রোজ নামতা
খরচ বাড়ে মাসে।

ধারের ব্যথা বুকে নিয়ে
কর্তা মশাই কাতে
রান্না ঘরে গিন্নি কেঁদে
পোলাও বাড়ে পাতে।

হিসাব নিকাশ মিলিয়ে দেখে
মাইনে শেষ কবে
সকাল হলেই বাজার কর
এবার কি হবে ?

জিনিসের দাম আকাশ ছোঁয়া
বাঁচবো কেমন সুখে
কুটুম যেদিন বিদায় হল
হাসি ফুটল মুখে।



যদি পারতাম

গৌতম বিশ্বাস

হষ্টেলে আর লাগছে না ভালো
বাড়িটায় যেতে হবে।
এখন থেকেই হিসেবের শুরু
স্কুলে ছুটি কবে।

পুজোটা তো প্রায় এসেই গিয়েছে
ক'দিনই বা আর বাকী,
চার দেওয়ালের মধ্যে কেন সে
এখনও আটকে থাকি।

বাড়িটায় যদি যেতে পারতাম
কি দারুণ মজা হত,
মাঠে আর ঘাটে বেড়াতাম ঘুরে
নিজেরই ইচ্ছে মত।

পদ্ম শালুক তুলে আনতাম
মালঞ্চ বিল থেকে,
সারাটা বিকাল কাটতো আমার
দুই চোখে ছবি এঁকে।।



বেশী ছড়াই কেলে কৃষ্টে

প্রদীপকুমার রায়

বৃক্ষ থেকে যেমন করে
রোজই পাতা ছড়িয়ে পড়া,
তেমনি করেই এই বাংলায়
পত্রে-পত্রে ছড়াই ছড়া।
ছড়া অনেক ছড়ায় বটে,
তেমন ছড়ার পাই কি দেখা?
যে ছড়াতে বইয়ের পাতায়
স্থায়ী লিখন হচ্ছে লেখা!
তেমন ছড়া বেড়িয়ে আসে
কালে-ভদ্রে কষ্টে সৃষ্টে,
কটা ছড়া গৌরবরণ?
বেশীর ভাগই কেলে কৃষ্টে !
চেষ্টা করি, তবুও ছড়া
হয় কি নিখুঁত আদ্যোপান্ত,
অনেক ছড়াই ছাপাই বটে,
মন কখনও হয় না শান্ত।



ও পাখি তুই

মিহির কুমার দন্ডপাট

ও পাখি তুই গাইবি নাকি
একটি গান
তোর কি আছে মনের মাঝে
অভিমান?
আয় ছুটে আয় আকাশ থেকে
আমার কাছে,
তোর সাথে ভাই আমার কিছু
আলাপ আছে,
বসবো আয় উঠোনে ঐ
গাছের তলায়
ভাসবো দু'জনে মিষ্টি মধুর
সুরের দোলায়।

প্রায় লিমেরিক

দুর্গাদাস পাল

ঘুরঘুট্টি অমাবস্যায়
ভুতু বসে শ্যাওড়াতলে ;
আজ তার হাড়ে হলুদ
করেছে স্নান ক্যাওড়া জলে !
রাত দুপুরে ভুতুর বিয়ে
এলো পুরুত প্রাক্তন B.A.
উলু দেবে বিয়েতে তাই
একপাল কালো "ম্যাও" রা চলে !

নীল আকাশ
মিতালী জানা

নীলাকাশ মানেই
খুশির ছবি
নীলাকাশ মানেই
সোনার রবি।

নীলাকাশ মানেই
এল শরৎকাল
আকাশে ভাসে
সাদা মেঘের পাল

'নীল আকাশ' মানেই
ভীষণ খুশি
পড়বো ছড়া
রাশি রাশি।

রেগে গেলে জেঠু
বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস

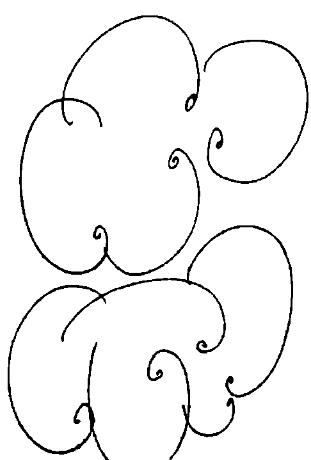
তোতা গাছে আতা পাখি
মৌগাছে ডালিম,
গান হবে রেডি তালিম
কে দেবে হালিম?
জল নড়ে পাতা পড়ে
ফুলে ফোটে ডাল,
শীতে সানু খালি গায়ে
গরমেতে শাল।
কখন তা পড়ে খোকা
বল দেখি ঘেটু ?
—ঘুমে ঢলে প্রায় রাতে
রেগে গেলে জেঠু।

আসুক শারদ উৎসব
নিতাইচন্দ্র রজক

বাসতে ভালো আসুক শারদ উৎসব
সব হোক সামিল একই নিশান তলে,
মিলন মেলায় মিলতে সব সাজুক
দ্বন্দ্ব বিভেদ রাশিকে দিক্ দলে।

সংস্কৃতির বন্যা নেমে আসুক
খুশির তুফান আসুক সাথে ছুটে,
সম্প্রদায় ও দলাদলি নাশুক,
মলিনতা, মালিন্য যাক টুটে।

অশুভতার অমানিশা কাটুক
দেশ জাতিকে চিনুক, করুক আপন,
জন কল্যাণকর পথে সব হাঁটুক
মায়ের প্রতি এটাই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।



শরতের দানে

তপনকুমার বৈরাগ্য

সাদা মেঘ ভেসে ভেসে
যায় দেখো কোন্ দেশে
আহা তার নেই ডানা
উড়ে যেতে নেই মানা,
আলো গায়ে মেখে
ফুল সাজি দুল দুল
নেচে ওঠে নদী কূল
চারিদিকে কাশফুল
মাছরাঙা তুলতুল,
প্রকৃতিকে দেখে
রাখালের বাজে বাঁশি
শিউলির ফোটে হাসি
উড়ে যায় কত পাখী
বাতাসের ঢেউ মাখি
কমলের ঘ্রাণে,
ঢ্যাম্-কুড়-কুড়-কুড়
মনে জাগে কত সুর
দীঘি জল ভরপুর
থেমে গেছে গুর-গুর
শিশিরের দানে।









এমন দিনে

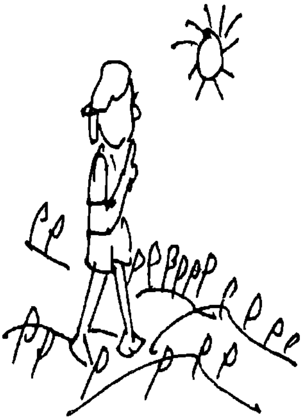
নারায়ণ আচার্য্য

শরৎ এসে মিষ্টি হেসে
বললো ডেকে ভোরে,—
এমন দিনে থাকবে কেন
তোমরা ঘুমের ঘোরে !
ঐ দেখ না কাশের বনে
হাসছে কেমন রবি,
ইচ্ছে হলে রঙ তুলিতে
আঁকতে পারো ছবি।
শিউলী তলায় টাপুর টুপুর
বাজবে ঢাকও তালে,—
নদীর বুকে উঠবে দোলা
লাগবে হাওয়া পালে।
থাকবে পড়ে লেখাপড়া
দেখবে খুশির ঢেউ,—
এমন দিনে আকাশ চিনে
রয় কি ঘরে কেউ !



মনটা তখন নাচলো আমার

দীনেশচন্দ্র আচার্য্য



আকাশ নীলে ভাসলো যখন রঙিন মেঘের ভেলা
কাশফুলেরা দোদুল দুলে করলো যখন খেলা
আমি তখন সবুজ মাঠে বেড়াই বিকেল বেলা,
সোনার রবির কিরণ ছটায় ঝরলো যখন আলো
আকাশ নীলে নেই যে তখন মেঘের ঘটা কালো
তখন আমার 'প্রকৃতি' মা লাগলো মধুর ভালো।
চারিদিকে চেয়েই দেখি সবুজ সবুজ ক্ষেতে
ধানের চারা খায় যে দোলা দখিন বায়ে মেতে
এমনি করেই খুশির বেলা যায়গো আমার কেটে।
পুকুর ডোবাও সাজলো দিঘি ফুলের মালা গলে
গাছে গাছে শিউলী ঝরা 'টাপুর টুপুর' চলে
মনটা তখন নাচলো 'আমার-মা'-এলোরে বলে।

আবেদন

- *লেখক বন্ধুদের কাছে আবেদন —পোষ্টকার্ডে লেখা পাঠাবেন না।*
- *যথেষ্ট সময় থাকতে লেখা পাঠান।*
- *ছোট ছড়াটি পাঠাতে অনুরোধ রইল।*
- *পত্রিকা পড়ে সমালোচনা করুন।*
- *ছোট্ট বন্ধুরা —আঁকা, ক্যুইজ, ছড়া, পাঠিয়ে দাও।*



বর্ষারাণীর অভিমান

সুভাষচন্দ্র বসু

শরৎ এসেছে, বহুদিন পর ও এল, আগে নির্দিষ্ট সময়ে ও আসতো, কয়েক বছর ধরে ও সামান্য দেরি করে আসছে। শরৎ দেরী করে আসায় সবাইয়ের খুব চিন্তা। শরৎ না আসা পর্যন্ত বর্ষা তো আর যেতে পারে না। সবসময় গোমড়া মুখ করে বর্ষা বসে থাকে। শরৎ আসলেই ও বেরিয়ে পড়বে।

শরৎ এর ও একই অবস্থা। সেজেগুজে বসে আছে। বর্ষা বেরোলেই ও ঢুকে পড়বে উভয়ের ভুল বোঝাবুঝিতে, সেবার শরৎ সামান্য দেরী করে ঢুকেছিল। শরৎকে রিঙ্কি পিঙ্কিরা খুব ভালবাসে। বর্ষার গোমড়া মুখ কেউ পছন্দ করে না, ও যে সবসময় কাঁদে, কখনও কখনও বিকট শব্দ করে। কেন যে ও অমন করে তা কেউ জানে না। আসলে ওকে কেউ বোঝে না, বোঝার চেষ্টাও করে না। শরৎকে রিঙ্কি পিঙ্কিরা খুব ভালবাসে। ও কে জড়িয়ে ধরে সবদিনের জন্য রাখতে চায়। তা দেখে বর্ষার মনে খুব কষ্ট। অভিমানও। চোখ ছল ছল করে, ও একদিন প্রকৃতি মায়ের কাছে গেল। বর্ষাকে দেখে ওর প্রকৃতি মা জিজ্ঞেস করল, কি খবর বর্ষা ? সঙ্গে সঙ্গে বর্ষা অভিমানের সুরে বলল, রিঙ্কি, পিঙ্কিরা সবসময় শরৎ কে ভালবাসে। ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করে। আমাকে একদম পছন্দ করে না। আমি কাছে গেলেই বলে, তুই আমাদের সাথে মিশবি না। সব সময় তুই কাঁদিস, বিকট শব্দ করিস। বর্ষার মনে খুব দুঃখ দেখে প্রকৃতি মা বললেন, অভিমান করিস না বর্ষা, একটা কথা মনে রাখিস, বিধাতা সবাইকে সমান করে পাঠায় না কিন্তু। সবাই ওরই সৃষ্টি। একটা কথা মনে রাখিস সবাই সবাইয়ের জন্য। কেউ কাউকে ছাড়া বাঁচতে পারে না। দেখতে সুন্দর হলেই কি আর সব সুন্দর হয় ? তোর রূপ নেই মানি। 'কিন্তু গুণ' সে তো অসাধারণ। তোর জন্যই তো শরতের যাবতীয় সৌন্দর্য রে।' বর্ষার মাথায় হাত বুলিয়ে প্রকৃতি 'মা' বললেন সব সময় অত ভাবিস না তো বর্ষা। মনে ফূর্তি নিয়ে সবসময় এগিয়ে যাবি। আরেকটা কথা মনে রাখিস, তোর গুণেই শরতের যাবতীয় সৌন্দর্য। তুই না থাকলে....... প্রকৃতি মায়ের কথায় সমস্ত দুঃখ মুহূর্তের মধ্যে দূর হলো বর্ষার। হাসতে হাসতে বর্ষা প্রকৃতি মায়ের কাছ থেকে বেরিয়ে এল। হঠাৎ নদীর পাড়ে কাশেরা মাথা দোলাল। কলাগাছ বাঁশগাছ,সবুজ ধান ক্ষেত কেমন যন সোনালী বরণ ধারণ করল। সোনালী রঙের ছটায় সবাই কেমন যেন আবেগী হয়ে উঠল। রিঙ্কি, পিঙ্কিরা হাত তালি দিয়ে ওদের 'মা' কে ডাকল। ওদের মা বেরিয়ে এসে বলল, শরৎ এসেছে রে, শরৎ এবার ড্যাম কুড় কুড় বাজনা বাজবে।

বেজিং অলিম্পিকের টুকিটাকি

সংকলন ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১। বেজিং অলিম্পিকে তিনটি পদক নিয়ে সেরা পারফরম্যান্স করলো ভারত, এই প্রথম।

২। বেজিং অলিম্পিকে মোট বিশ্বরের্কডের সংখ্যা ৪৩টি।

৩। মাইকেল ফেল্পস এক অলিম্পিকে ৮টি সোনা পেয়ে রের্কড করলেন।

৪। বেজিং অলিম্পিকের ষ্টেডিয়ামের নাম 'বার্ড নেষ্ট'।

৫। বেজিং অলিম্পিকে সেরা পারফরমেন্স চিনের। আমেরিকাকে পেছনে ফেলে সোনা জয়ের তালিকায় একদম শীর্ষে চিন।

৬। বেজিং অলিম্পিককে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার পিছনে বড় ভূমিকা স্বেচ্ছাসেবকদের। প্রায় ৭৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়েছে। যারা ইংরেজী জানেন না তাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে।

৭। আফ্রিকার ছোট্ট দেশ টোগো, টোগো কে এই প্রথম পদক এনে দিল বেজিং অলিম্পিক। বেঞ্জামিন বোকপতি। পেলেন ব্রোঞ্জ। টোগোর হয়ে প্রতিনিধিত্ব করলেও সে দেশে গিয়েছেন মাত্র একবার। বড় হয়েছেন ফ্রান্সে। ধন্যবাদ বেঞ্জামিনকে।

৮। এই প্রথম ভারতের ১০০ বছর অলিম্পিক অভিযানে সোনা এল। আনলেন অভিনব বিন্দ্রা।

৯। বেজিং অলিম্পিকে ক্যামেরুনের ১২ বছরের সাঁতারু কনিষ্ঠতম এ্যাথলিট।

১০। বেজিং অলিম্পিক এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান যাতে বৃষ্টিতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য ২১টি জায়গা থেকে ১১০৪ টি বৃষ্টির মেঘকে রকেটের সাহায্যে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং তা সফলও হয়।

১১। বা 'পা' নেই দক্ষিণ আফ্রিকার নাতালির। এই অবস্থাতেই অংশ নিলেন ম্যারাথন সাঁতারে।

১২। বেজিং অলিম্পিকের ম্যাসকট পাঁচ চিনা শিশুর নামে।



সৌবর্ণা মৈত্র, ২য় শ্রেণি,
বেথুয়াডহরি, নদিয়া।

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে 'নীল আকাশ'-এর গল্প সংখ্যা, ছোটরা তোমরা লেখা পাঠাও। সঙ্গে তোমাদের জন্য বড়রাও লেখা পাঠাতে পারবে —দপ্তরে।

—"নীল আকাশ"

হৃদম, ধুবুলিয়া রেলবাজার, নদিয়া। সম্পাদক, রমেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত ও মা কালি প্রিন্টার্স, ধুবুলিয়া, নদিয়া থেকে মুদ্রিত।

With Best Compliments From :-

LALMOHAN CHAKRABARTY.

Kalachand Nandi Lane

HOWRAH

Printed by : Makali Printers, Dhubulia, Mo : 9434825322